তারিখ 01 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আলোকিত প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দিবস

আসাদুজ্জামান কাজল

প্রভাষক; গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজ ১ জুলাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলমানদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে ১৮৮২ সালে। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কমিশন গঠিত হওয়ার পর প্রায় ১০ বছর গোটা জাতির শ্রেষ্ঠ ও মেধাবী সন্তানদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, নানা মহলের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও মেধার বিকাশ, মেধার মূল্যায়ন ও আলোকিত উন্নত মানুষ তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালের ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল দেশের এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস নয়। একটি জনপদের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস। কেননা, এই ভূখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরের মধ্যে ভূখণ্ডটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী। তাই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এক ও অভিন্ন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। এটি এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় যেটি মাত্র পঞ্চাশ বছরে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড সৃষ্টির পাশাপাশি জন্ম দিয়েছে জাতির পিতাসহ বিশ্ববরেণ্য শিক্ষক, সাহিত্যিক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। সময়ের পরিক্রমায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কবি জসীম উদ্‌দীন, প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, কাজী মোতাহার হোসেন, জিসি দেব, মুনীর চৌধুরীসহ বহু মনীষী।

বাঙালি মুসলমান নারীর উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচনের ক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অতুলনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান নারীর উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচনের ফলেই ফজিলাতুন্নেছা গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন এবং বাঙালি মুসলমান নারীরা শিল্প-সাহিত্য চর্চার উৎসাহ পেয়েছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকেই। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জ্ঞান সাধনায় পূর্ণ নিবেদিত ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী। খুব অল্প সময়েই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জায়গা করে নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি। এর শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি সেই সময়ে। প্রথম তিন দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে উচ্চতায় ছিল পরবর্তীকালে সেটা কিছুটা বিঘ্নিত হয় নানা কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর প্রথম আঘাত আসে এর ৩৫ বছর বয়সে। এই সময় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, ১৩৫০-এর মন্বন্তরে বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ছিল বিপর্যস্ত। বাংলা ভাগের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেধাবী হিন্দু শিক্ষকরা

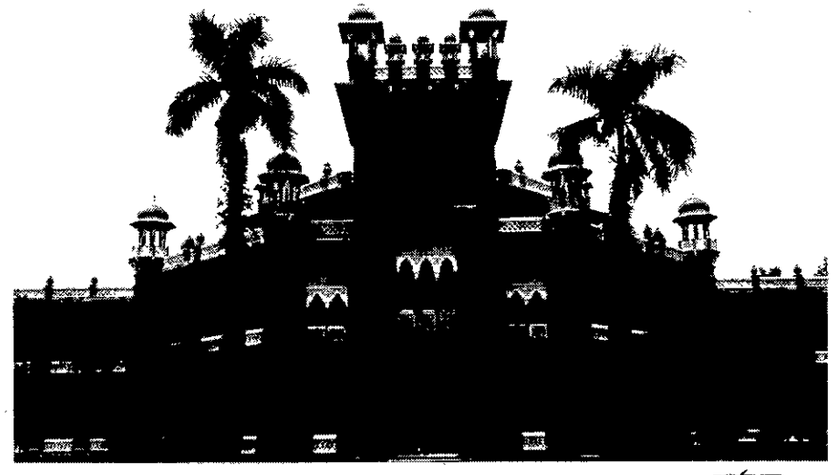

কার্জন হল

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর আরেকাংশ হিন্দু শিক্ষক নানা কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল এবং এটাই ছিল প্রথম সবচেয়ে বড় আঘাত।

পরবর্তী সময়ে অনেক মেধাবী-তরুণ শিক্ষকদের যোগদানের মাধ্যমে এই শূন্যতা পূরণ হয়েছিল। তাদের একনিষ্ঠ জ্ঞান সাধনায় ক্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এসব মেধাবী-তরুণ শিক্ষকের একান্ত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গৌরবের সঙ্গে জায়গা দখল করেছিল।

পরবর্তী আঘাত আসে মুক্তিযুদ্ধকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই প্রথম আঘাত আসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। নির্বিচারে হত্যা করা হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে। পাকিস্তানিদের ধারণা ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করতে পারলেই তারা পুরো বাঙালি জাতিকে পরাজিত করতে পারবে। কেননা, পাকিস্তানিরা দেখেছে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙালির মুক্তি-সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিই সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। স্বাধীনতার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মাত্র দু'দিন আগে পাকিস্তানিদের এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষকদের হত্যা করে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন স্বাধীনতার পর আলোকিত সমাজ তৈরি করতে না পারে। যেটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরেকটি বড় আঘাত।

স্বাধীনতার কিছু পরেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পুরো দেশজুড়ে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নানা আন্দোলন-সংগ্রামে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে। তিন বছরের অনার্স শেষ করতে প্রায় ১০ বছর সময় লেগেছে শিক্ষার্থীদের। স্বাধীনতার পর ভয়াবহ সেশনজট ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ বহুমুখী সমস্যায় পড়তে হয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে; যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অতীতকে ম্লান করে দেয়। অবশ্য বর্তমান প্রশাসনের একান্ত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেশনজট দূর হয়েছে। যথাসময়ে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শেষে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করছে।

গত আট বছরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ নানা বিষয়ে বাংলাদেশকে কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও একদিনের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ হয়নি। এমনকি ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচন-পূর্ব ও পরবর্তী কঠিন সহিংসতাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাভাবিক রাখতে শুক্র ও শনিবারের ছুটি বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পরীক্ষা চালু রাখার সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বর্তমান প্রশাসন। যেটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এই সাহসী সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যেমন স্বাভাবিক রেখেছিল, তেমনি অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও সাহস জুগিয়েছিল তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান প্রশাসনের উদ্যোগেই চালু হয়েছে রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, সমুদ্রবিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিজ্ঞানসহ নতুন নতুন বিভাগ। যেসব বিভাগের শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছে– সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, গণিত ভবন, বিজয় একাত্তর হল, সুফিয়া কামাল হল, রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবনসহ নতুন নতুন অবকাঠামো গড়ে উঠেছে বিগত কয়েক বছরে। এগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার মান বজায় রাখতে শিক্ষকদের নানা অনিয়মকেও কঠিনভাবে দেখছে বর্তমান প্রশাসন। যেটি অবশ্যই জাতির জন্য আশাপ্রদ।

অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট ব্যয় বেড়েছে কয়েকগুণ। কিন্তু বাড়েনি গবেষণা খাতের বরাদ্দ। মোট বরাদ্দের মাত্র ১ থেকে সর্বোচ্চ ২ শতাংশ ব্যয় করা হয় গবেষণায়। জ্ঞানের রাজ্যে নতুন জ্ঞান সংযোজনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বোচ্চ উচ্চতায় দেখতে গবেষণা খাতের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প কিছু নেই। যে উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড উপাধির মর্যাদা রাখতে সরকারের উচিত গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রতিনিয়তই জ্ঞানের রাজ্যে নতুন নতুন জ্ঞান সংযোজনের মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যকে সমৃদ্ধ করবে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবে– এমনটাই প্রত্যাশা। হাজার বছর ধরে বাঙালিকে আলোকিত করুক প্রাণের এই বিশ্ববিদ্যালয়।